বৈরাগী

শ্রাবণী বাগচী

বইওয়ালা প্রকাশন
প্র কা শ না য় অ ন্য মা ত্রা

বৈরাগী
শ্রাবণী বাগচী

প্রথম প্রকাশ : মে ২০২২
দ্বিতীয় প্রকাশ : অগস্ট ২০২৪

বইওয়ালা প্রকাশনের পক্ষ থেকে
সৌম্য মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং বইওয়ালা
গ্রাফিক্স থেকে মুদ্রিত

গ্রন্থস্বত্ত্ব : শ্রাবণী বাগচী

প্রচ্ছদ : রোহিত মুখার্জ্জী

BOIRAGI
by ***Shrabani Bagchi***

First Edition : May 2022
Second Edition : August 2024

Published by Soumya Mukhopadhyaya of
Boiwala Publication 141/X/1B Ganapati
Sur Sarani, Kolkata-700 050.

Contact : 9432300660

Copyright : Shrabani Bagchi

Cover Desigen : Rohit Mukherjee

Printed by : Boiwala Graphics

Email : boiwalapublication15@gmail.com

Price : 150.00

আমার মা-কে

সূচিপত্র

রং-তুলি	৭
মধ্যবিত্ত নারী	৮
মনের ভুল	৯
চিরসখা	১০
আবছায়া	১১
শূন্যতা	১২
হারিয়ে যাওয়া	১৩
সুখ-স্বপন	১৪
ছোট্ট পাখি	১৫
বর্ষা	১৬
দিলখুশ	১৭
কুঁড়ি	১৮
আজ মন ভালো	১৯
আমার আকাশ	২০
প্রতীক্ষা	২১
ভালো থাকা	২২
সন্ধ্যাবাতি	২৩
কথা	২৪
হৃদয়হীনা	২৫
এই শ্রাবণ	২৬
নতুন বছর	২৭
সম্পর্ক	২৮
পৌষের ধারা	২৯
ভৈরবীর তান	৩০
তোমাকে খুঁজছি	৩১
সমান্তরাল	৩২
হাতছানি	৩৩
মনকেমন	৩৪
হিসাবের খাতা	৩৫
জাতের বিচার	৩৬
একান্ত	৩৭
অন্তরিত	৩৮
অতৃপ্ত	৩৯
জন্মদিন	৪০
অন্তরালে	৪১
বৈরাগী	৪২
যেমন চেয়েছি	৪৩
খুশী	৪৪
উচ্ছ্বাস	৪৫
কথা রাখে না	৪৬
জাল	৪৭
জেগে রই	৪৮
আলো	৪৯
সুখ-গাথা	৫০
বয়স	৫১
প্রতিবাদ	৫২
তারারা হারায় না	৫৩
অন্য পুজো	৫৪
ভালো নেই	৫৫
আবেগ	৫৬

রঙ্গীলা	৫৭	বাসনা	৬৯
রঙের উৎসবে	৫৮	কি যে চাই	৭০
অনুভূতি	৫৯	সম্পর্ক	৭১
সংসার	৬০	অনুভূতি	৭২
অবসর	৬১	মানা-না-মানা	৭৩
বল্গাহীন	৬২	সম্পূর্ণতা	৭৪
যন্ত্রণা	৬৩	আলাপ	৭৫
মনে পড়ে	৬৪	ফিরে দেখা	৭৬
বেচা-কেনা	৬৫	পাখির পালক	৭৭
পুঁতির মালা	৬৬	শেষের মাঝেই শুরু	৭৮
চন্দ্রকণা	৬৭	ক্ষণ বদলায়	৭৯
তরণী	৬৮	তোর কথা	৮০

রং-তুলি

রং তুলিতে আঁকা তোমার ভবিষ্যতের ছবি।
কখন যেন শিকড় গেড়ে বসে মন আঙিনায়।
নিত্য সেই শিকড়ে জল দেওয়া,
সপ্তাহান্তে একটু সার, রং তুলির ঐ রং হয়ে ওঠে
আরো উজ্জ্বল, আরো গাঢ়।
মন জোছনায় আলোয় ভাসে
রং তুলির ঐ রঙিন ছবি।
ভৈরবীর মিষ্টি সুরে নতুন সকাল,
সঙ্গী শুধু হৃদয় বীণার মাঝে
আবছা মনের ঝাঁপতাল।
ভীষণ ঝড়ে উড়িয়ে দিলো
রং তুলির ঐ ছবি,
ভাঙালো স্পর্শ, কাঁদল হৃদয়।
নিঃস্ব হোলো কবি

মধ্যবিত্ত নারী

আমি এক মধ্যবিত্ত নারী।
মল্যূবোধ আর চক্ষুলজ্জার তবকে মোড়া।
দম আটকানো আকাঙ্ক্ষার সারি।
আমি মধ্যবিত্ত নারী।
প্রতিটা সকাল মনে জাগে
নতুন করে বাঁচার আকুতি,
হাতছানি দেয় একটু সুখের অনুভূতি।
হারিয়ে যেতে ইচ্ছে জাগে
প্রেমের ভেলায় চড়ে দূর প্রান্তে।
আবেগ আর উচ্ছ্বাস এসে
আষ্টেপিষ্টে জড়িয়ে ধরে।
শর্ত শুধু একটাই,
কর লজ্জার সাথে আড়ি;
কালের আবহে দিয়ে পাড়ি
ভেসে চলি দূরে আরো দূরে
করা হয় না কারো সাথেই সাড়ি,
আমি যে মধ্যবিত্ত নারী।

মনের ভুল

কোন এক শ্রাবণের ধারায় স্নাত হয়ে প্রথম দেখা আলো।
নিকষ কালো আঁধারের ফাঁকে
তোমার লজ্জা রাঙা দৃষ্টি,
বুকের ভেতর থেকে নিঙড়ে আনা
রঙিন ছবির ভাণ্ডার,
সবকিছুই ছিল ভীষণ আপন।

কালের স্রোতে সব রূপকথারা গেল হারিয়ে।
স্বপ্নগুলোর হোলো রঙ বদল।
শৈশব, কৈশোর পেরিয়ে যৌবনের
মাদকতা ছড়ানো তোমার সর্ব অঙ্গে,
ভাসালাম নতুন তরী নতুন স্রোতে।
কখনো সে ভাসে উজানে,
কখনো বা মনখারাপের ভাঁটায়।
ভালবাসার বুদ্বুদগুলো আপনি ওঠে,
আবার মিলিয়ে যায়।
ভাসতে থাকা তরী খোঁজে শক্ত কুল,
ঠিক তখনই তোমার চোখে
দেখি আমার মনের ভুল।

চিরসখা

মৃত্যুর মিছিলে হাঁটতে গিয়ে
চিনেছি তোমায় ধরিত্রী,
স্বপ্ন, সত্য, সুন্দর ছেড়ে,
রিক্ত তোমায় মননে,
গহন থেকে উৎসারিত ব্যঞ্জনা
আজ অশ্রুধারা।
আঁধার নামে চুপে চুপে,
বিলীন হওয়া আলো।
হঠাৎ দেখা অগ্নিশিখা
হাতছানি দেয়;
ধীরে আসে উজ্জ্বর ভোর,
নিয়ে হাসি আর একটু আমার।
দূর থেকে দূরে সরে রাত্রি;
বাঁচার আনন্দে পেলাম তোমায়,
প্রাণের আলো, মনের ভাষা,
দুচোখ ভরা ভালবাসা।
সেই তো এলে চিরসখা
ভুলতে বসা ধরিত্রী।

আবছায়া

আমার একলা কাটা রাত
আমার একলা সুপ্রভাত।
যাত্রা একলা পথে,
কিন্তু বিজয় জয় রথে।
তোমার সঙ্গে শেষ দেখাটা,
আবছা হওয়া স্মৃতি,
ঝাপসা চোখে তাকিয়ে দ্যাখা
দূরের বনবিথী।
বুকের মধ্যে নিঙড়ে ফেলা
সকল সুখের আকর
যন্ত্রণাতে সাজিয়ে নিয়ে
সাজাই ফুলের বাসর।

শূন্যতা

হাজার লোকের মিছিলে আমি হেঁটেছি।
হাজার জোড়া চোখের দৃষ্টিতে আমার দৃষ্টির বিস্তার,
হাজার মুখের হাসিতে হয়েছি শতায়ু।
দিগন্তরালে আঁধার নামে
নিকষ কালো শূন্যতায় খুঁজি
জীবনের আর এক অন্য মানে,
বুকের মাঝে বহমান রক্তধারা
নতুন সুরে তোলে না কোনো সাড়া।
একরাশ হাহাকার আর বঞ্চনা,
বুকের মাধে লুকিয়ে থাকা
জমাট বাঁধা কান্নার মূর্ছনা।
এসবের মাঝে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলি,
জীবন মিটিয়ে নিও সেই ধরণীতে,
ভালবাসার ন্যায্য একটু পাওনা।

হারিয়ে যাওয়া

হঠাৎ হাওয়ায় হারিয়ে গেলাম,
আবার হারিয়ে যাব।
সবার ভিড়ে উছল স্রোতে
নিঃশ্চুপে ঠিক রব।
পড়বে না কেউ আঁখির ভাষা
শুনবে না সুর তান,
নতুন করে হারিয়ে যাব
বাঁধব নতুন গান।
নতুন সুরে ভাসিয়ে দিলাম
নতুন প্রেমের ভেলা,
সই পাতাবে প্রেমের সাথে
বড্ড কঠিন খেলা।
যন্ত্রণাটা আমার থাকুক,
তোমার ভালবাসা,
তোমার রঙে রাঙিয়ে তুলো
হারিয়ে যাওয়া আশা।

সুখ-স্বপন

বুকের মাঝে তোমায় রেখেছি।
প্রথম আলোর রোশনাই তে ভেসে,
তোমার জন্য সব চিনেছি।
আলোর ভেলায় ভেসে,
যৌবন হারিয়ে আজ প্রবীণ,
হাসি-কান্নার দোলাচলে
জীবন গেল সুখ সুখ খেলে।
দুঃখটুকু নিঙড়ে ফেলে
নতুন করে বাঁচার জালে
আটকে পড়া জীবন।
তোমার সাথে সহবাস
মেটায় সকল অভিলাষ।
সুখসাগরে সর্বক্ষণ
তুমি তো সেই হারিয়ে যাওয়া
সকল মনের সুখ স্বপন।

ছোট্ট পাখি

ছোট্টপাখি বলেছিলো আমায় ভালবাসবে।
আমার স্বপ্নগুলো তার ছোট্ট ডানায় লিখে
ছড়িয়ে দিতে উড়ে যাবে দূর থেকে দূরান্তে।
মেঘের দেশের ওপারে গিয়ে
সোচ্চার হবে দিগন্তরালে।
হৃদয়ের রুনু রুনু ধ্বনি
শুনতে শুনতে হারিয়ে যাব আমি,
গভীরে আরও গভীরে।
কাল গুনি আজও তোমার জন্য,
তুমি তো আমার ভালবাসায়
অশ্বমেধের সেই ছোট্ট পাখি।
বুকের মাঝে জাপটে ধরে
চিৎকার করে উঠি
ভালবাসি, শুধুই ভালবাসি।

বর্ষা

বর্ষা আমার বড্ড প্রিয়।
তার অবিরাম ধারা
সে তো তোমারই অনন্দাশ্রু।
আজ মনে হয় সবটাই মনের ভুল।
আমার জন্য অশ্রুপাত তো
তোমার আন্তরিক অভ্যাস।
জীবন হয় বিস্বাদ, অন্তহীন
চাওয়া-পাওয়া আর বাসনার
জালে আটকে পড়া এক সীমাহীন
আকাঙ্ক্ষার মায়াজাল।
হঠাৎ করেই জাল ছিঁড়ে
দেখা দেয় আলোর রোশনাই,
শুনতে কি পাও হৃদয় মাঝে
মধ্যরাতের পূর্বীরাগের সানাই;
বুকের ভিতর আর্তনাদ
বাঁচতে চাই, আমি বাঁচতে চাই
তোমার মাঝে নতুন করে
জীবনটাকে দেখতে চাই।
নতুন করে বর্ষাধারায়
আবার দুজন ভিজতে চাই।

দিলখুশ

হঠাৎ কেমন মেঘ করলো,
বৃষ্টি এল ঝেঁপে।
উথাল পাথাল মনের মাঝে
উঠলো খুশি কেঁপে।
কাজল কালো মেঘের সাথে
কখন এলে চুপে,
নাচলো হৃদয় পেখম মেলে
খুশির আনন্দেতে;
আসরে তুমি, বসবে তুমি,
ভেবেই ছিলাম খুশ,
এসেই তোমার সিক্ত ধারায়,
করলে সব দিলখুশ।

কুঁড়ি

সদ্য ফোটা কুঁড়ি,
তোকে দেখেই লাজে মরি,
আসতে ধীরে চলতে গিয়ে
পাতার ফাঁকে মুখ লুকিয়ে
দেখছি চুপি চুপি।
হোক না পাতা নিছক শুখনো,
উথাল পাথাল হাজার প্রশ্ন,
লুকিয়ে রাখা শিশির কণা
আয়না বুকে নেইতো মানা,
কুঁড়ির পরে আবার কুঁড়ি,
পাতার ফাঁকে পাতা
কাটছি কত আঁকিবুকি
তবুও খাতা ফাঁকা।
এমনি করে বছর ঘোরে
আবার ফোটে কুঁড়ি,
ডাল ভরে যায় কচি পাতায়
ভরষা জাগে মনের মাঝে,
নতুন ভোরের আশায়।

আজ মন ভালো

আজ মন ভালো,
রাত্রিকে দিয়ে পাঠিয়ে,
আমার তোমার সব
বোঝাপড়ার দায় নিয়ে।
তাই নিশ্চিন্তে আছি,
সুখ অসুখের বড়
আবদারের বোঝা নিয়ে,
নিজের অন্তঃস্থলের মাঝে
যেখান থেকে চুঁইয়ে পড়ে
হারিয়ে যাওয়া স্মৃতির নির্যাস,
উপচে ওঠা হৃদয়।
কালের অতলে আশ্রয় নিয়ে রক্ষা পায়
বিস্মৃত জমাট বাঁধা অশ্রু।
তাদের ভিড়ে ধ্বনিত হয়
আজ মন ভালো আমার।

আমার আকাশ

আমার একটা আকাশ ছিল।
সেই আকাশে মেলে ডানা
উড়ে যাওয়ার ছিল না মানা।

আমার একটা আকাশ ছিল।
নীল রঙেতে রাঙিয়ে তাকে
দুধ ফেনাতে ভরিয়ে দ্যিত
তেপান্তরে দিতে পারি
ছিল না তাই কোন মানা।

আমার একটা আকাশ আছে
হাজার তারার ভীড়ের মাঝে,
দুটি আঁখি জেগে আছে,
কোন অতলে তলিয়ে গিয়ে
উঠল ভেসে শূন্য হাতে।

কিন্তু ভরা আকাশটাতে,
আস্ত একটা হৃদয় আছে,
হৃদয়ভরা প্রেম আছে, আর
সেই প্রেমেতেই ডুব দিয়ে মন
বাঁচব তোমার আকাশ মাঝে।

প্রতীক্ষা

কবে যে কেন বলেছিলে
হঠাৎ আসবে একদিন;
মুচকি হেসেছিল মন।
অপেক্ষার মালাটা বুনতে শুরু করেছিল নিপুণ হাতে,
একটু খুশি, একটু হাসি, আর
তার সঙ্গে এক সমুদ্র আশা।
ভোরের দিগন্তরাশির লালিমা
মিলেমিশে যাওয়া নীলিমা,
সবাই ছিল উত্তেজনায় টানটান।
প্রখর সূর্য্যের আলোয় হারিয়ে যায় সব
রঙের মেলা।
মনখারাপের আকাশটাকে কত যত্ন করে
রাঙিয়ে তুলতে
সে তোমার কত আকুলতা।
নীল আকাশে লজ্জা রাঙা
লালের ছটায় যখন হারিয়ে যাচ্ছিল
তোমার মনের কচি সবুজ,
সেইদিন শুনেছিলে তার
কাতর প্রতিধ্বনি।
কে যেন কখনও বলেছিল,
আবার আসব কোনদিন।

ভালো থাকা

জীবনের না পাওয়াগুলো একসময়
গলায় পড়ায় বিজয়মালা।
নিজেকে কেমন বিশ্বজয়ের শিরোপা
পড়াতে মন চায়।
এতকিছু না পাওয়ারা হঠাৎ
কিভাবে বড় আপন হয়ে ওঠে,
জমে থাকা যন্ত্রণাগুলোর ফাঁকে উঁকি মারে
বিজয়ের সুখ।
পরিতৃপ্তির শীতল ধারায়
ভেসে যায় কত অশ্রু,
অতীতের হাহাকার তাড়া করে ফেরে।
যন্ত্রণার আড়ালে পৃথিবী সুখময়,
সুখী হতে পারনি বলেই
জীবন আজও মধুময়।

সন্ধ্যাবাতি

সকাল শেষে সন্ধ্যা নামে,
জ্বলে সন্ধ্যাবাতি।
ক্লান্ত দেহ শ্রান্ত মন
খুঁজে ফেরে অনুক্ষণ,
গহীন হৃদয়ে ঘর যে মোদের
প্রেমের ক্ষেত্রে বৃন্দাবন।
অনেক বড় আকাশ তোমার,
সঙ্গে অতল সমুদ্দুর,
আমার শুধু ছোট বুকে,
ভালবাসার মিষ্টি সুর।
কথায় ওপর শুধুই কথা,
কথায় রাজ্যে করছি বাস,
সেই কথার টানে ওরে ও মন
এবার একটু ভালবাসা।

কথা

চোখের পলকে করলে তুমি
চারটি বছর পার।
আপন হয়েও আজকে তুমি
সবচেয়ে আমার পর।
একসাথে, পার করব তরী,
ভাসব দোঁহে জীবন ভরি
পাল তুলে ঐ ভাঁটার টানে
খুঁজব নতুন কিছুর মানে।
সেই তুমিও থাকার সুখ
হৃদয় মাঝে ঘুমিয়ে থাকা
নতুন দিনের সে কোন মুখ!
নিভলো যেদিন সকল আলো,
নামলো আঁধার ঘনিয়ে কালো—
মুচকি হেসে বললে তুমি
থেকো ভালো, চাই যে আমি।
আঁধার রাতে ঝাপসা চোখে
পাইনি সেদিন দিশা,
আজকে ভাবি সেই তো
তোমার নীরব ভালবাসা।

হৃদয়হীনা

তোমার চোখের ভাঙা স্বপ্নগুলো
আর যায়না দেখা।
হারিয়ে গেছে ঐ সুদূরে
কিংবা মেলেছে পাখা।
এখনও তবু খুঁজছো তুমি
ভাঙছো হৃদয় কিসেরটা নে?
আমার মনে হৃদয় নেই,
নিজেকে বেশ হালকা লাগে
হৃদয়হীনার গন্ধ পাই।
খুব চেনা গন্ধ, চেনা মুখ,
স্পর্শে তার ভীষণ সুখ।
এ সুখের যে নেই কোন দায়
ভরে না মন তবু শরীর তো চায়।
ভাবছো, কি সব বকছি যা তা
নিঃস্ব প্রাণে অতি যতনে
ভালবাসার আসন পাতা।

এই শ্রাবণ

আসছে আবার শ্রাবণ।
উছলি যায় মন সবার
বুকের ভিতর বাজলো বীণ।
সিক্ত হলো রিক্ত হৃদয়,
পূর্ণতা পেয়ে কাটলো দিন।
দিনের শুরু দিনের শেষ,
কাটছে কেমন জীবন বেশ।
ঢেউয়ের যেমন ওঠা পড়া
সময় সত্যি রেসের ঘোড়া।
ঐ ঘোড়াতেই সওয়ার হবো
জীবন তোমায় ভরিয়ে দেবো,
চাওয়া পাওয়ার হিসাব ছাড়াই
এগিয়ে এসে মিলিয়ে নেবো,
শেষ পাড়ানির কড়ি গুনেই
সাঁঝবেলাটা ভরিয়ে দেবো।
নাচবে ময়ূর ভাসবে মন,
আবার দেখো আসবে শ্রাবণ।
দরাদরি ভাসিয়ে দিয়ে
গাইবে হৃদয় নাচবে মন।
সুখের পরে সুখ জমিয়ে
উঠবে ভরে এই শ্রাবণ।

নতুন বছর

একটু বাদে পুরোনো বাদ গেলে,
ভাববে বসে কি কি
তুমি সত্যি করে পেলে,
বুকের ভেতর যন্ত্রণা আর চোখের
কোণে জল,
খুঁজে পাগল সামনে রাখা
কালের অতল তল।
পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখ
রয়েছে বস্তা ভরা,
হরেক রকম হাসি, খুশি আর
স্বপ্নভরা ঘড়া।
জীবন দাদার হাতটি ধরে
করলে তরী পার
পেয়ে একটা গোটা বছর,
সবচেয়ে দামী উপহার।

সম্পর্ক

কত কি ঘটে যায়
বছর হোলে পার,
সবকিছু যায় না লেখা,
মনে রাখাও ভার।
মানুষ চেনার খাতাটা কিন্তু
রাখি ভীষণ যত্নে,
সেইখানে সব আসল হিসাব
সাজানো মণিরত্নে।
একটা জীবন বড্ড দামি,
সম্পর্কের জালে;
সম্বন্ধগুলো চলতে থাকে
আড়ালে আবডালে।
এতকিছুর মধ্যে পড়ে
হৃদয় হয় রুদ্ধ,
তোমার আমার সকলেরই
হচ্ছে গতি স্তব্ধ।

পৌষের ধারা

পৌষ শুরু বৃষ্টি দিয়ে
শ্রাবণ ফাটবে রোদে,
মনে হচ্ছে এবার বুঝি
দুর্যোগটা বাটবে।
টুপির ফাঁকে দিচ্ছে উঁকি
নরম গরম হরেক খুশি।
নানান রঙের শীতপোষাকে
সাজছে শহর মৌতাতে।
সাজছে বুড়ো, সাজছে খুড়ো
গরমাগরম সুখ পেতে;
কোলের শিশু আর রঙ্গিলারা
আনন্দে আজ বাঁধনছাড়া;
গরম লুচি আর ডিমটা কষে
থাকবে সবাই রসে বসে।

ভৈরবীর তান

লেপ কম্বল নকশীকাঁথা,
শীতের লম্বা রাত,
বিষাদ মধুর স্মৃতির মাঝে
হারিয়ে যাওয়া হাত।
চকচকে ঐ আকাশখানা
ঝাপসা হয়ে আসে,
হৃদয়বীণায় করুণসুরে
ভৈরবীর তান বাজে।
সপ্তসুরে গাঁথা ছিল
জীবন মালাখানি,
সাতরঙেতে রাঙিয়ে তাকে
দিয়েছিলেম আমি।
হঠাৎ ঝড়ের গতির কাছে
ছিন্ন হোলো মালা,
রঙগুলো সব বিলীন হোলো
সাঙ্গ হোলো খেলা।
পূবের আকাশ ঢাকল সেই
ঘন কাজল মেঘে,
মন হারানো ঐ সুদূরের
সোনালী রঙ মেখে।

তোমাকে খুঁজছি

তোমাকে খুঁজছি কবে থেকে।
অশ্রুজলে প্লাবন আসে,
প্রকৃতি শুদ্ধ হয়,
আনন্দে আত্মহারা হয়ে
ঝাঁপিয়ে পড়তেই পারি;
কিছুই পাড়ি না, তোমার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে
ছুটেও পাড়ি না।
আমার নীল স্বপ্নভরা চোখ
বৃথাই খুঁজে মরে তাকে,
সাদা পেঁজা তুলোর নাও ভাসিয়ে
হারিয়ে যায় কোন সুদূরে।
তোমাকে দেখে ভালবাসার সাধ জাগে।
একের পর এক মেঘ জমিয়ে
তৈরী হয় বারিধারা,
ভাললাগা জমতে জমতে
হৃদয়ের গভীরে জন্ম নেয়
অজানা অচেনা ভালবাসা।
মহাশূন্যে মেলে ডানা,
চলছ সুদূরে কোন অজানায়।

সমান্তরাল

ভালবাসার দায়বদ্ধতা ফিঁকে হতে হতে
কখন যে হারিয়ে গেল!
বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে না
আজ আর কোন
সত্যকে সম্বল করে।
সবকিছুই সহজে মেলে
শপিংমলের ক্যাশকাউন্টারে,
সাজানো জিনিষগুলো সব
হাতছানি দেয়, অবিরাম চেষ্টা
করেও গড়তে পারে না
ভবিষ্যতের ভালবাসার কঠিন ইমারত।
দূরের ঐ সবুজ ঘাসের কার্পেটের ওপর
হেঁটে চলে চিরকালের দুরন্ত প্রেম।
মিলবে না ঐ দুটি সমান্তরাল রেখা কোনদিন
সবুজ ঘাসে একদিন যখন
হারাবে তার প্রাণ,
অসীমে উঠবে বেজে চির ভালবাসার তান।

হাতছানি

নীল আর সবুজ বড়ো প্রিয়,
নীলের স্নিগ্ধতা আর সবুজের উদ্দামতা
দুয়ে মিলে এনেছিলো
অখণ্ড এই নীরবতা।
জীবন দিয়েছিলো অনেক প্রতিশ্রুতি।

ঝরে যাওয়া পাপড়ি
টলটলে বৃষ্টির কণা
মুচকি হাসে।
একটু গিয়ে মিশিয়ে যায় দৃষ্টি,
চলতে চলতে খুঁজে ফেরে কালের হাতছানি।
সবুজের লুটোপুটি—
দৃষ্টি ভেসে যায় নীলের গহ্বরে,
আদি শক্তি জড়িয়ে ধরে আষ্টেপৃষ্টে।
জীবন ভেসে চলে মুক্তির আলোয়—
এ জীবন বড়ো প্রিয় আমার।

মনকেমন

বুকের পিঞ্জরের পাখি
দিলাম তোরে ছেড়ে,
দূর আকাশের নীল আঙিনায়
যেথা মনকেমনের মাঝে
ছোট্ট বাসার রাজা ছিলি,
অনেক আশার জ্বাল বুনিয়ে
সোহাগ ভরে সাজিয়েছিলি।

রঙিন স্বপ্ন, অলীক ভাষা,
উত্তরণের ভালবাসা;
সাজিয়ে ডালি আদর করে,
রেখেছিলি কোন গভীরে;
হঠাৎ ঝড়ের তাণ্ডবে সব
উঠল তুফান, ভাঙল বাসা,
সোনালী জাল ছিন্ন হোলো
লাগল আগুন, পুড়লো সব
রইল চুপে লুকিয়ে রাখা
তোমার গোপন ভালবাসা।

হিসাবের খাতা

কবে যাব কিভাবে যাব,
সব বলেই এসেছিলাম
এটা ওটা করার জন্য
চেয়েও নিয়েছিলাম কিছুটা সময়।
তবুও ফিরে যাওয়ার পর
কত শোরগোল, মনখারাপের লড়াই,
ভালবাসার হরির লুটের প্রতিযোগিতায়
এগিয়ে থেকেই রয়ে যাবে বাকিরা সবাই।
বর্ণহীন চোখের জল গড়িয়ে পড়ে,
মানে না কোনো বাধা।
আসলে সবাই একটা হিসাব কষছে,
এবার কি আমাদেরও—
ফিরে যাবার পালা?
পাওয়া না পাওয়া সে তো উনি দিয়ে পাঠান,
রূপোলী তবকে মুড়ে,
সোনালী ফিতের ফাঁসে
সযত্নে রাখা পাখিটার প্রাণ,
অশ্রু, হাহাকার, হঠকারীতা
সকলকে মিলিয়ে দিয়ে যায়,
আসলে মৃত্যুকে সকলেই বড় ভয় পায়।

জাতের বিচার

যন্ত্রণাটা সযত্নে রেখেছিলে বুকের অন্দরে।
পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকেই ঠিক ছিলো
কোন একদিন উজার করে দেবে,
মানবে না কোন বাধা,
সেইদিন চোখের জলে লেখা হবে বঞ্চনার গাথা।
কালের অতলে লিখে রাখে শুধু
অফুরান ভালবাসার কথা।
স্বপ্নগুলো আটকা পরে
কল্পনার মায়াজালে,
ইতি উতি ঘুরে মরে সুখের মাধুরী,
বিপ্লবের বাণীতে সোচ্চার হয়
ছোট ছোট প্রেমের আধফোটা কুঁড়ি।
হঠাৎ ওঠা ঝড়ে তোলপাড়
মানে না কোন বাধা, আবদার,
কান্নায় বানভাসি চারিদিক
মৃত্যুমিছিলে শুধু হাহাকার,
নতশিরে মেনে নেয় পৃথিবী
মৃত্যুর নেই কোন জাতের বিচার।

একান্ত

তোমার দেওয়া লাল পাড় শাড়িটা আজও
আলমারীর শোভা বাড়ায়,
আসলে তোমার উপস্থিতির লড়াইটা চলছে;
রঙ মোছার জন্য আরও একটা মনের দরকার,
খুঁজছি পাঁচ বছর ধরে;

সবাই বলে আকাশের তারারা তোমাকে
রেখেছে তাদের হৃদয় গভীরে,
নীল আকাশটা আজও আছে
আগের মতই স্বপ্নিল
স্বচ্ছ আয়না যেন,
ঠিক আগের মত, তোমার-আমার
চোখের রঙিন চশমা, ফ্রেমে বন্দী।

জীবনটা নিঙড়ে সব জমা রেখেছি,
নিয়ে যাব যখন যাব অভিসারে,
চিনতে যদি নাই পারো
তবুও ভালবাসো যা ছিল একান্ত তোমার।

অন্তরিত

রাত্রি কথা বলে, আমি শুনতে পাই,
নিজের ভাষায় এমন প্রকাশ আলোকিত
করে উছলে ওঠে; জ্যোৎস্নার মাতাল আলো
ভাসিয়ে দেয় অন্তরিত মনকে,
সিক্ত চোখের চাউনি পাগল করে,
রিক্ত হৃদয় সিঞ্চিত হয় বারিধারায়
শুনতে কি পাও বৃষ্টির কান্না!
প্রকৃতি আজ উত্তাল হয়ে ওঠে
না বলা কথা শোনার তরে,
রঙিন জলে একাকার
সৃষ্টির আনন্দ।

অতৃপ্ত

বন্ধু, তোমার কথা হাওয়ায় ভাসে
যেমন বসন্তের বাতাসে ঝরে ফুল;
দূরের পথে হাতছানি দেয়
হাসির তুফান উঠে মিলায় আবার
বুঝি বা কোন স্বপ্নের আবেশ।

রাতের আঁধারে পেঁচা-পেঁচানীর গভীর প্রেমের
একমাত্র সাক্ষী হয়ে থেকো
প্রেমিক যুগল উথাল পাথাল;
মনময়ূরী নেচে ওঠে অতৃপ্ত বাসনায়;
নেচে উঠি অজান্তেই, খুঁজে মরি
পৃথিবীর জান্তব ভালবাসাকে।

আসলে সকলেই পোষ মানাবার
বৃথা চেষ্টা করি অন্তরের
জন্তুকে ভাল না বেসেই;
জগৎ পারাবার খোঁজে শুধু
মানুষ আর জন্তুর মিলনক্ষণ।

জন্মদিন

প্রতিদিন আমার জন্মদিন।
প্রতি মুহূর্তেই জন্মদিন,
নতুন ধ্যান, নতুন ধারণা
নতুন করে পৃথিবীকে সাজানোর অদম্য বাসনা।

খুঁজে ফিরি নতুন মানুষ,
নতুন আশার তবকে মোড়া
নতুন কোন ভালবাসা,
খুঁজে মেলে কত জন্মদিন।

চোখের আড়ালে সরে যাওয়া
খেলা খেলা সব ভালবাসা,
নীরবে ঝড়ে পড়া অশ্রু
মনে পড়ায় যন্ত্রণাক্লিষ্ট
আরও কত শত জন্মদিন।

এতশত জন্মদিনের মাঝেই
কখনও হারিয়ে যায় নির্দিষ্ট নির্ঘণ্ট।
চোখের আড়ালে।
রহস্যাবৃত জন্ম আনে
কত আদরের জন্মদিন,
নীরবে এগিয়ে দেয়,
নির্ঘন্ট মেনে সব পেয়েছির আসরে।—

অন্তরালে

গভীর চোখের অন্তরালে লুকিয়ে রাখা
খুশীরা আর আজ ডাকে না।
মেঘের আড়ালে থাকা ইন্দ্রজিৎ হয়ে আছো!
সকল বীরত্ব আর মামুলী চাওয়া-পাওয়াগুলোকে
আড়াল করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছে
জীবন তরণী।
স্বপ্নেরা হাল ছেড়েছে,
ক্লান্ত মন খুঁজে ফেরে
সোনালী অতীত।
ভালোলাগারা বদ্ধ জলে
আজও থাকে উজ্জীবিত।
আশার হাতছানিতে স্বপ্নগুলো
নতুন করে ঘর গোছায়।
অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয় কত চারাগাছ
অবহেলায় বীজগুলো বেড়ে ওঠে অন্তরালে।
প্রকাশিত হয় মরীচিকার ওপারের
কুসুমকাননে,
হৃদয়ের অন্তরালে।

বৈরাগী

বৈরাগী, তোমার তপ্ত বুকের স্পর্শ,
স্নিগ্ধ চোখের তারার হারিয়ে যাওয়ার
স্মৃতি আজও বুকের ভিতরে ঢেউ তোলে।
বৈরাগী, তোমার শিরা ওঠা আঙুলের
মাঝে শক্ত করে ধরে রাখা কলমটা যে
আজও বড় আপন মনে হয়।
বৈরাগী, তুমি শুনতে কি পাও
সেই হাহাকার তাদের;
যারা সবার জন্যে এক
ভালবাসার দাবিতে
সোচ্চার হয়েছিল,
সমস্বরে অঙ্গীকার করেছিল
এক নতুন পৃথিবী গড়ার,
যেখানে বিনিপয়সার রেশনে
মিলবে অঢেল ভালবাসা,
মমতা আর সহানুভূতির স্পর্শ।
বৈরাগী, একবার এসে দাঁড়াও
ঝাপসা দৃষ্টির মাঝে,
তোমার কোমল স্পর্শ
আরও একবার উপহার চাই,
বৈরাগী, মানুষের মাঝে আমি
শুধু তোমাকেই চাই।

যেমন চেয়েছি

সবুজ নীলের মিলন রেখায়
দাঁড়িয়ে তোমাকে পাওয়ার
ইচ্ছাটা আজও কুড়ে কুড়ে খায়।

পূর্ণিমার এক আকাশ জ্যোৎস্নায়
স্নান করে সিক্ত বসনে যখন
চুপিসারে এলে একরাশ সুবাস ছড়িয়ে,
আমি বহু কষ্টে বুঝিয়েছিলাম নিজেকে;

আঁধার খুঁজে মরেছিলাম জীবনের প্রতিটি কোণে,
ডাকহরকরার পুঁটলিতে ভরা ছিল,
অদম্য বাসনা আর প্রেরণার হাতছানি।

আজও তেমনি আছে সব,
গোধূলী আলোয় ভেসে যাওয়া,
নির্জন দুপুরে শুকনো পাতার ওপর
খসখস আওয়াজ তুলে হাত ধরে
হেঁটে যাওয়ার উদ্দাম আনন্দ;

কেবল নেই পিছন ফিরে তাকিয়ে
মুচকি হাসির ঝিলিক,
নেই আবারও ফিরে হাঁটার উন্মাদনা,
রয়েছি শুধু অপেক্ষায় অধীর
ফিরে তাকানো ছবিটা সম্পূর্ণ করতে
অবয়বহীন ভালবাসায়।

খুশী

তোর ভেজা বেণীদুটোই যে
মনখারাপের সমুদ্র;
টপটপ করে ঝরে পড়া
বিন্দু বিন্দু কান্নাগুলো,
মাটিতে পড়ার ক্ষণে
হাসি হয়ে ডানা মেলে বাতাসে,
তোর খুশীর রঙ আজ সারা আকাশে।

ভরা গ্রীষ্ম যখন তোর কপালে
জমেছিল বিন্দু বিন্দু ঘাম,
অবাক চোখে তাকিয়েছিলাম
কার্ত্তিকের ভোরে ঘাসের ডগায়,
শঙ্কায় হাঁটতে পাড়িনি
যদি তোর আঘাত লাগে;
সেদিনও খুশীার রঙে রাঙা ছিল আকাশ।

তুই শুধুই যে আমার খুশী,
খুশীর জোয়ারে ভেসে
উঠব আবার ভেসে,
আকাশের ওপারে ভালবাসার দেশে।

উচ্ছ্বাস

এই ছেলেটা নাম কিরে তোর
কোথায় রে তোর বাস?
সারা দুপুর কেড়ে নিলি
ছড়িয়ে জীবন্ত উচ্ছ্বাস,
নানা রঙের বেলুনগুলোর
লেজটা হাতে ধরে
কোন অজানায় দিবি পাড়ি
গাঁয়ের অচিনরপুরে।
মনের মাঝের স্বপ্নগুলো
বেলুনব্যাগে ভরে,
ভাবছিস কি রেহাই পাবি
চিরদিনের তরে!
যা করেছিস যা ভেবেছিস
সবই আছে জমা,
মিটিয়ে নিবি পুরো হিসাব
করবে না কেউ ক্ষমা।

কথা রাখে না

বলেছিলে নিঃশব্দে আসবে
এলে ঝড়ের গতিতে,
তছনছ করে দিলে জগৎটাকে;
নীরবে চলে গেলে একান্তে—
কথা তো রাখনি তুমি।

বলেছিলে এক আকাশ খুশী দেবে এনে।
আনার সময় শূন্যহাতে এসে
আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে গেলে,
রুক্ষ বক্ষে শ্যামলীমার ছোঁয়া
উঠল হেসে বুকভরা নিঃশ্বাসে
নীরবে চলে গেলে একান্তে
কথা তো রাখনি তুমি।

হঠাৎ আকাশ ভরা একরাশ মুক্তি
হাতছানি দেওয়া ভবিষ্যৎ—
খুঁজে ফেরে শিকড়ের টানে,
ঐ সুদূরে মিশাল স্বপ্ন
ছবিটা শেষ হয় না রঙের বন্যায়,
উঁকি মেরে যায় আবছা হওয়া স্মৃতি;
আসলে কেউই কথা রাখে না
তুমিও গেলে তোমার কথা বুকে নিয়ে।

জাল

আজও ওরা লিখল না
কেমন করে উপরে ফেলবে
জমির নীচের লুকিয়ে থাকা শিকড়।

আশেপাশের ছেঁড়া শিকড়গুলো
জাল বুনে চলে আপস-খেয়াল,
জট ছাড়াতে গিয়ে পিঠ ঠেকেছে দেয়াল।

কোন জালেই আর আটকা পড়তে
মন চায় না, ক্ষুধার্ত দৃষ্টির আড়ালে
লুকিয়ে থাকে দক্ষিণরায়ের আকাঙ্ক্ষা।
ভোঁতা হওয়া নখ-দাঁত গিয়েও
দৌড়ে আসে চারিদিক মাতাল কোরে।

মন হয় মাতাল অথবা
মাতাল হওয়া মন;
কে যে অজান্তে গ্রাস করে
হঠাৎ জালটার মধ্যে পড়ে
ছটফট করে ওঠে প্রাণ,
হাতরে মরে জং পড়া মন।

জেগে রই

রুক্ষ্ম বাস্তবের পথটা
হঠাৎ থেমে গেল।

আরও একটু দূর যেতে
পারলে অনেকের সঙ্গে
দেখা হতে পারত;
আরও একজন শাজাহান
হতে কি মন চায়নি?
স্বপ্নগুলো ভেঙ্গে খান খান
শুধু কি তোমাকে দেখবে বলে?
তোমার উত্তরের আশায়
অনন্ত অপেক্ষায় আমি,
কালের রথের সওয়ার হোয়ে
তুমি দিলে পাড়ি!
এমন কোন বন্ধনের জালে
আমি জেগে রই আজও।

আলো

নিঃঝুম রাতে প্রেম জেগে রয়
জাগে মরমীয়ার ক্রন্দনধ্বনি,
নিঃস্তব্ধতা ভেঙে চুরমার
অখণ্ড অপেক্ষার আহ্বানে।
চুপিসাড়ে ফোটা বেলকুড়ি আর
এক আকাশ জ্যোৎস্না,
সঙ্গে করে পারি দেয়
ফেনিল সাগরের টানে।
তুমি কথা দিয়েছ ঐ
সাগরে ভাসাবে স্মৃতির নৌকা,
আশা আর আকাঙ্খা হবে সওয়ার
মিলবে দুজনে অন্ধকারের পিছে
ঐ আলোর ঝরনাতলায়।

সুখ-গাথা

একরাশ রক্তক্ষরণের মাঝে
তোমার মুচকি হাসি;
শরীরটা দুমরে মুচড়ে ওঠে
দামামায় বাজে ভালোবাসার সুর
গভীর চোখের ছবিতে ভালবাসি।

একদিন সত্যি হবে দেখ সব,
ঝাপসা হওয়া দৃষ্টিও পাবে প্রাণ,
সুখের রাজহংস সবটুকু পান করে
বলবে, এত সুখ রাখি কোথায়?

তোমার অশ্রুভেজা আঁচলে
মুখটা মুছে উঠে দাড়াই,
কোমরে কোমর মিলিয়ে
নেচে ওঠে গোটা শরীর দুটো;

সুখের আড়ালে মুখ লুকায়
একরাশ অসুখের যন্ত্রণা,
তরী বেয়ে চলে দিনান্তে
নদীর স্নেহছায়ায় অজান্তে।

বয়স

বাড়ছে বয়স, দৃষ্টি হচ্ছে প্রখর
দূরের ছবিটা এখন আরো স্পষ্ট;
কাছের জিনিষগুলো ধীরে ধীরে
হারিয়ে অবয়ব, ক্রমশ হচ্ছে বিলীন।

কতদূরে থাকলে স্পষ্ট হবে চিত্রটা
বোঝার আগেই পৌঁছে যাচ্ছি,
হঠাৎ বেড়ে যাওয়া গতির কাছে
হার মানতে হয় একসময়।

ছবিটা এখনও অনেকটা বাকি
তোমার চোখের রঙেই হবে সমাপ্তি,
একরাশ আকাঙ্ক্ষার জালে
ছটফট করে আর যা ছিল বাকি।

প্রতিবাদ

নীল আকাশটাকে নিজে হাতে
ধূসর রঙ করে দিয়েছিলাম;
তারপর! গর্জে উঠল সরবে,
গুরু নিনাদে মুখরিত প্রতিবাদ;
আমি প্রতিবাদের ভাষা চিনি
আমি প্রতিবাদ করতে পারিনি।

২
লালপাড় সাদা শাড়ী হাওয়ায় ভাসে
শুকনো পাতার ওপর ঢেউ খেলে যায়;
ধীরে ধীরে বিলীন তোমায় অবয়ব,
সারি সারি পায়ের ছাপ জানান দেয়
তোমার মহাপ্রস্থানের পথ।
রক্তাক্ষরে পদচিহ্ন ব্যক্ত করে,
তোমার লুঠ হওয়া নারীত্ব;
তোমার প্রতিবাদের ভাষা চিনি
আমি কিন্তু প্রতিবাদ করতে পারিনি।

৩
ক্লান্তি গ্রাস করে আপামর হৃদয়ে,
একটু আগের মেঘরাশিরা হয়েছে শান্ত;
লুণ্ঠিত লজ্জা সরিয়ে আবার তুমি
সোচ্চার প্রতিবাদের ধ্বনিতে,
আমি আজ প্রতিবাদের ধ্বজা হাতে
নীরবে মহাকালের প্রহর গুনি।

তারারা হারায় না

মেঘে ঢাকা তারারা আজও
জ্বল জ্বল করে দূরের আকাশে।
বুকের মাঝের যন্ত্রণার গহ্বর থেকে
চুঁইয়ে পড়ে রঙ হারানো শোণিত ধারা।
জীবনের হাতছানি এড়িয়ে যেতে
মন চায় না।
আকুল আকাঙ্খা ভুলিয়ে দেয়
সব ত্যাগের মাধুর্য্য,
দুটি হৃদয়ের মিলনায়তনে
লুকিয়ে থাকে সৃষ্টির চারাগাছ;
স্বপ্ন ভরা চোখের মাঝে ঝিলিক দেয়
নতুন দুটি পাতার মাঝে লুকিয়ে থাকা
ছোট্ট প্রেমের কুঁড়ি।

অন্য পুজো

শরত এলো শরত এলো,
শরত এলো রে—
নীল আকাশের বুকটি চিরে,
শিউলি বিছানো পথটি ধরে,
ভেজা ঘাসের পরশ নিয়ে
শরত এলো রে!
কদিন পড়েই আসবেন মা
একটি বছর পরে,
ঢাকে পড়বে কাঠি ভেবেই
হৃদয় আকুল করে!
প্রাণের মাঝে একটাই সুর
শরত এলোরে!
শিশির কণা জমে আছে
দুই চোখের ঐ কোণে,
নতুন জামা কোথায় মাগো
আনন্দ নেই মনে!
মৃত্যুঘণ্টা বাজছে রে ঐ
সবার কানে কানে।
বিষাদ ঘেরা সুখের ছায়া
কাশের বনে বনে।
কত শিশুর মাথার ওপর
হারিয়ে হেল ছাত,
কত মায়ের শূন্য চোখে
হাহাকারের রাত!

ভালো নেই

আমি আর ভালো নেই।
যন্ত্রণায় ঝাঁঝরা হওয়া বুকে
জড়িয়ে থাকা স্মৃতির সৌধটা
অস্তিত্ব সংকটে;
কিছু সম্পর্কের বেড়াজালে
জড়িয়ে পরা জীবন শুরু হয়
অলীক ভালবাসায়।
আবেগ আর উদ্দামের ফেনারা
নীরবে হয় বিলীন
ভালবাসার সমুদ্রতটে।
কপটতার আড়ালে মুখ লুকায়
অবয়বহীন অন্তরঙ্গতা।
হাজারো প্রতিশ্রুতি রঙ হারায়...
আমি আর ভালো থাকতে চাই না।

আবেগ

সহস্র পুরুষের চোখের চাওনিতে
আর যা থাকুক,
ছিল না কোনো আবেগ।
ঊর্ব্বশীর বক্ষপিঞ্জরে জমে থাকা
আকাঙ্খার পাহাড়টা আজও তাকিয়ে
চাতকের মতো।
নিভৃতে বেড়ে ওঠে আগুনের শিখা;
তপ্ত বুকের মাঝে পুড়ে ছাই হয়ে যায় স্বপ্নগুলো।
ঊর্ব্বশীর চোখের দৃষ্টি হয়েছে ঝাপসা,
রঙিন কাচের পরত লাগিয়েও
কুল পায়না আজকাল।
গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর মতো
তিনকাল মিশে একাকার।
জীবনের ত্রিবেণী সঙ্গমে সিক্ত হয়ে
মহাপূণ্যের স্পর্শ অনুভূত হয়,
অজস্র দৃষ্টির লেলিহান শিখায়
ছাড়খাড় হয়ে যায়
আজকের ঊর্ব্বশী।

রঙ্গীলা

ফাগুনে আগুন ঝরে
ভিতরে ও বাহিরে,
রঙের ফোয়ারা ওঠে
হৃদয় গভীরে।
রামধনু ধূন তোলে
সুনীল আকাশে;
সাতরঙ মিশে যায়
মদির বাতাসে,
আঁধারের ঘ্রাণে লাগে ঘোর
আবীরের রঙে নাচে আপামর।
দক্ষিণা বাতাস হয়ে ওঠে ঝড়
নিমেষে কেড়েছে সবই
ভেঙেছ যে ঘর;
অস্তাবলে রবির অভিমানী মন
সকলি ফিরায় দেয়,
রঙিন আকাশ জুড়ে আহ্বান...
ঐ আসে রাঙা আকাশ জুড়ে
রঙিন নতুন ভোর।

রঙের উৎসবে

রঙের খেলা মনের খেলা
অন্তরেতে রয়,
বাইরে কেবল উৎসব সে
রঙিন মনে হয়।
অশোক-পলাশ-কৃষ্ণচূড়া
রঙের আঙিনায়,
বসন্ত যে হার মেনে যায়
রঙের মূর্চ্ছনায়।
আকাশ জুড়ে রঙের খেলা
বাতাস সুবাসিত,
দোঁহার মাঝে প্রেম যে রঙিন
প্রিয়ার অনুগত।
সখার ঠোঁটে প্রেমের বাঁশি,
সখীর অশ্রুধারা...
দুটি হৃদয়ের মিলনবেলায়
সৃষ্টি আত্মহারা।

অনুভূতি

এইটা শুধুই অনুভূতি
নীল আকাশে মেঘের ভাষা,
সবার মাঝে তোমার আসা
এইটা শুধুই অনুভূতি।

দখিনা বাতাস বলে কানে
খোঁজো জীবন তোমার মানে।
মনের কাছে এই আকুতি
এইটা কোন অনুভূতি।

মাঝগগনে সূর্য্য যখন
মন বলে এ তোমার শাসন,
সবাই গাইছে তোমার স্তুতি
এইটা শুধুই অনুভূতি।

আলোর পরে আঁধার নামে
জীবন খোঁজে তোমার মানে;
উথাল পাথাল ঝড়ের গতি,
এসব অন্য অনুভূতি।

সংসার

আমার কোনও সংসার নেই।
একলা মানুষের সংসার হয় না;
আসলে কোনও মানুষেরই হয় না কোনো সংসার;
দিনের শেষে সবাই একা,
একলা হৃদয়ে একলা থাকা।
সম্পর্কের শক্ত বাঁধনে
সম্বন্ধের গন্ধ থাকে,
দিনশেষে সব ছিন্ন করে
মর্জিমত স্বপ্ন আঁকে।
গাঢ় রঙের স্বপ্নগুলো রঙ হারায় বেলাশেষে
ঝাপসা রঙের আবছায়াতে
জাপটে ধরে মৃদু হেসে।
হঠাৎই সব স্বপ্ন ভাঙা
লাজুক রাগে মুখটি রাঙা,
অজ্ঞাত এক সংসারেতে
খেলছে সবাই কুমির-ডাঙ্গা।

অবসর

সেই কবে থেকেই চেয়েছি,
গুটি গুটি পায় এগিয়ে চলেছি।
মা বলতো সত্যি যদি চাইতে পারিস
ঠিক পাওয়া যায় এটা জানিস।
আজকে বসে ভাবছি আমি
কোনটা মিথ্যে কোনটা দামি,
কোনটা শুধুই কথার কথা
ছিল তোমার মনের ব্যথা,
ঢাকতে গিয়ে কি যে গোরা
ভাবছো বুঝি হেরেই যাবো,
নয়ত কোথাও পালিয়ে গিয়ে
বাঁচার জন্য স্বপ্ন গোরো।
বাঁচতে হতে চাই ভালোবাসা
সুখ-দুঃখের মেলামেশা;
এঁদের সাথেই বেঁধেছি ঘর
আমার ভালবাসার অবসর।

বল্গাহীন

তোমাকে একটা আস্ত আকাশ এনে দিতে পারি।
তোমার ভালবাসার আঘ্রাণ নিতে এনে দেব
বল্গানহীন দমকা বাতাস।
নিভৃতে নির্জনে, পাখির কুজনে, একান্তে দুজনে
আঁকা হয়েছিল জীবনের জলছবি।
পাখিরা বলেছিলো
ভাসিয়ে দেবে সুরের সাগরে।
বিশ্বাসের বন্ধনে এক আলের ওপর দিয়ে চলবে জীবন,
টগবগে ঘোড়ার গতিতে,
দূরের আকাশে একটুকরো
কালো মেঘ ছেয়ে এল হঠাৎ;
তোলপার হয়ে গেল চারিদিক
ঠিকরে কোথায় গেল দুটি মন,
ঝাপসা হোলো দৃষ্টি।
ধীরে ধীরে বিলীন হলে তুমি,
নিকষ কালো মেঘের দিগন্তরালে;
আজও তাকাই কালো মেঘের ফাঁকে
উঁকি দেওয়া একটুকরো ফর্সা আকাশ,
বুক ভরে ওঠে নিশ্চুপে—
একরাশ ভারী বর্ষার বাতাস।

যন্ত্রণা

যন্ত্রণাগুলো যত্ন করে তুলে রেখেছি
ঘেরাটোপের আড়ালে ঐ বাক্সে।
সুখপাখিগুলো ডানা মেলেছে মুক্ত আকাশে,
মেঘের পাহাড় ডিঙিয়ে
নীল পাহাড়ীর শিখরে পৌঁছায়
সবার আনন্দধ্বনি।
তোমার চোখের গভীরে ভাসে পুঞ্জিভূত স্বপ্ন;
বুকটা চিরে চুঁইয়ে পড়ে যন্ত্রণার নির্যাস,
চোখের তারারা ঢাকা পড়ে যায়
সাদা পর্দার আড়ালে;
যন্ত্রণারা সজীব হয়ে ওঠে ধীরে...
আরও ধীরে গভীরে
তারাদের আড়ালে সম্ভাবনার মৃদু আলোকে।
সুখপাখিদের পক্ষতলে নিশ্চিন্তে
ঘুমায় যন্ত্রণারা।

মনে পড়ে

সকলেই বলে তারারা মুখ লুকায় রাতের আকাশে।
মধ্যরাতে কখনও কি দেখেছ তারাদের মুখ?
নিস্তব্ধ কালিমায় ঝিকমিক করে তারাদের চোখ;
মনে পড়ে সফেন সমুদ্রের মাঝে
তোমাদের ঘন কালো গভীর দুটি কালো তারা...
সদাজাগ্রত স্বপ্নমেদুর দৃষ্টিতে
খুঁজে ফেরে একান্তে আমি কে!
হাতেখড়ির সাথেই লিখতে শিখেছিলে
প্রেমহীন নিবিড় ভালবাসার কথা,
নিঃশেষ করে বুনেছিলে আকাঙ্খার মায়াজাল।
কেটেছে কতশত নিকশ আঁধার
আর চকমকে দিবসবেলা—
মনে কি সত্যিই পড়ে তোমার
কেমনে ছিন্ন হয়েছিল
সযত্নে বোনা স্বপ্ন জাল!
ধীরে কাটল আঁধার
উঠল জেগে বুকের মাঝে
যত্নে আঁকা রংবাহার;
তোমার কল্পনার অষ্টাদশীর আগ্রাসনে
অসহায় প্রেম ফিরে যায় শুধু পিছন পানে।

বেচা-কেনা

স্বপ্ন কেনার জন্য ঘুরি,
কেউ কি স্বপ্ন বেচতে চাও !
আজকে দেখা স্বপ্নগুলোই
কালকে হবে বাসি;
সরিয়ে রেখে যত্ন করে অপেক্ষায় থাকি,
অনেক রকম স্বপ্ন দেখা
আজও রয়েছে বাকি।
সুখের স্বপ্ন রঙ হারিয়ে
আনে রাত্রি জাগরণ,
দুখের মাঝে স্বপ্নগুলো
ভরায় প্রাণমন।
রঙিন স্বপ্ন ফ্যাকাশে হয়
চোখের জলে ধুয়ে,
ঠোঁটের কোণের মুচকি হাসি
পাল তুলে দেয় স্বপ্ন তরী বেয়ে।
স্বপ্ন বেচা, স্বপ্ন কেনা
চলছে জীবনপথে,
তার সঙ্গে থেকো রঙ্গে
রঙিন স্বপ্ন রথে।

পুঁতির মালা

সুখের পুঁতিগুলো গাঁথা হচ্ছিল মখমলের সুতোয়;
মাঝে মাঝে একটা করে রঙবাহারী দুঃখ পুঁতি।
দেখতে দেখতে বিস্ফোরণের বড় লকেটটা
উল্টে দিল সব,
বুকের ভেতর ধুকপুকানি—
তুমি তো সব জানো
আমি তো কিছু না জানি।
সুখসাগরে ভাসতে জানো
দুখের মাঝেই হাসতে জানা,
কান্না দিয়ে গড়তে জানা—
হাসির মালা পড়তে জানা
বিবেকটাকে উপরে ফেলে
সামনে এগিয়ে চলতে জানা;
এতশত জানার নজির গড়ে
ভাবছ পরম তৃপ্তি ভার,
সীমার মাঝে লুকিয়ে থাকা
অসীম প্রেমের পুঁতি গেংথে
জয়ের মালা পরবে জেনো।

চন্দ্রকণা

আঁধারের ফাঁকতালে আছড়ে পরা তুমি
ঠিকরে এলে বুকের ওপর
স্পর্শ করে কত সোহাগ
বড় চেনা সেই তুমি।
আঁধার রঙে লাল শাড়িতে
তোমার পূর্ণতা,
কালো চুলে রঙ রেখা
সে তো আমার ব্যর্থতা!
মেঘের কালোর ফাঁকে
ঐ শরতের শুভ্রতা,
ভালোবাসার জন্য লাগে না কোনো চাটুকারিতা।
অমাবস্যার আঁধার কেঁটে
তোমার উছল হাসি
আমি তখন নিশ্চুপে শুধু
তোমায় ভালোবাসি।
জানালার ঐ গরাদ ভেঙে
নিত্য আনাগোনা,
আমার স্তব্ধ বুকের খাঁচায়
তুমি যে চন্দ্রকণা।

তরণী

হঠাৎই মাঝপথে ফেলে যাওয়া
কতকিছুই প্রমাণ করে!
দুরাত্মার ছলের থাকে না অভাব
তাই চলে যাওয়া।
ভালোবাসতে... বাসতে ভাসতে চাওয়ার
অদম্য ইচ্ছার কাছে হার মেনে
হঠাৎই ভ্যানিস হয়ে যাওয়া!
দুটি হৃদয়ের মাঝে গড়ে তোলা
ভালবাসার সৌধটাকে রঙ ফেরাবার
বৃথা চেষ্টার আকুতি মেনেই
হঠাৎ ফেলে চলে যাওয়া;
ধার করা ভালোবাসারা খেই হারিয়ে
খুঁজে মরে রঙিন মোড়ক,
তরণী বেয়ে পৌঁছে যায়
ভালবাসার দিগন্তরালে,
হঠাৎই ফেলে আসার ক্ষণে
দিশাহারা পথের বাঁকে।

বাসনা

প্রতিটি মুহূর্তই হোক স্বপ্নময়
স্বপ্নরাজ্যে বাস করতে বড় আকুল
হয়ে অপেক্ষা করি,
আমার স্বপ্নরাজ্যে বাস করার ভীষণ ইচ্ছে;
কোনো দুশ্চিন্তা নেই—
নেই কোনো না পাওয়ার যন্ত্রণা;
নিজের তৈরী স্বপ্নরাজ্য আমি অধিষ্ঠাত্রী,
কাউকে পরোয়া করতেও হয় না।
কেউ কাছে এসেও ফিরে যায় না
শূন্য হৃদয়ে,
ফিরিয়ে দিতে চাইলেও পারে না আমাকে,
আমি যে নিজেই তৈরী করি নিজের স্বপ্ন।
স্বপ্নেরা খুশিতে ভাসে—
ঠাঁই বদলের ঝক্কি নেই
নেই রংবদলের পালা;
যা কিছু বদল সব আমারই হাতে।
নিজেকে বেশ সকলের পরিত্রাতা
মনে হয়।
কেউ পারে না ভালবাসা নিয়ে খেলতে,
ধারালো নখ-দাঁত দিয়েও
ফালি করতে পারে না বুকের মাঝখানটা,
শতচেষ্টাতেও বিফলে যায়
অযাচিত শোণিত ধারা।
এইসব স্বপ্নেরাই থাকে সদাজাগ্রত
ভালাবাসার অতন্ত্র প্রহরী হয়ে
যেটা আমার একান্ত বাসনা।

কি যে চাই

সত্যিই জানা নেই কি যে চাই!
ছোটবেলায় একটা দামী গাড়ির সখ ছিল,
তাতে চেপে উড়ে যাবার জন্য মন আকুল হোতো;
কিন্তু উড়ে যাব কোথায় তা ছিল না নির্দিষ্ট;
ধীরে ধীরে গাড়িটা না চাওয়ার তালিকায় গেল চলে।
সুখী জীবনের চাওয়ার মাঝে
প্রাসাদোরম বাড়ির হাতছানি
ছিল বন্দুকেরগুলির থেকেও জোরদার,
কত বড় বাড়ি হলে প্রাসাদ বলা যায়
তার আঁকা হয়নি কোনও সীমারেখা—
অসীমে তৈরী সেই বাড়ি আর কাছে ডারে না;
আশ্রয়হীনতার গ্লানি যাদের হাসিটা
নেয়নি কেড়ে আজও,
ক্ষুধার্ত জঠরজ্বালা যেখানে হয়েছে ব্রাত্য,
তাদেরই মাঝে সংগোপন উঠেছে গড়ে
আমার সাধের রাজপ্রাসাদ—
দুরন্ত গতিতে পৌঁছে যেতে মনপাখি দেয় পাড়ি,
আমি শুধু চেয়েছি আমার স্বপ্নে চাওয়া
ছোট্টবেলার না দেখা এক গাড়ি আর
প্রাসাদোপম এক বাড়ি।

সম্পর্ক

হঠাৎ মশারির দড়িতে গিটটা লেগে গেলেই
বাকি রাতের ঘুমটা হয় মাটি;
সম্পর্কের জালে একবার ফাঁসটা লাগে যখন—
তখনই শুরু জীবনের আসল খেলা।
আমি বুঝি প্রেমিক অথবা প্রেমিকা হতে
খুব দক্ষতা নেই প্রয়োজন।
সততার হাত ধরে ধীরে
এগিয়ে যেতে চায় ভালবাসার রঙিন পথ।
চড়াই উতরাই পেড়িয়ে কত অজানার পানে
ভেসে যায় মেঘেরে সাথে
আকাশের বুকে মুখ রেখে কত না
স্বপ্নরঙিন ক্ষণ;
ভাসতে ভাসতে ভালবাসারা ছুঁয়ে ফেলে দিগন্তরাল,
শুকিয়ে যাওয়া ফুলের মত
ঝরে পরে ভালবাসার পাপড়িগুলো
বুকের ক্ষতে আড়ালে
মুচকি হাসে সম্পর্ক—
চিরসখার সমস্ত রূপ-বন্ধুত্ব।
বড়োই ওজনদার শব্দবন্ধ;
বন্ধন যেন আজীবন,
আর আজীবনের সম্পর্ক
বয়ে চলে বন্ধুত্বের মায়াবী বন্ধনে।

অনুভূতি

সুখের অনুভূতিগুলো কেমন পেঁজা
তুলের মত ঢেউ তুলে ভেসে যায়।
বুকের মাঝে মুচড়ে ওঠা ব্যথাটা
রিনিরিনি শব্দে জানান দেয়
তোমারই আসা যাওয়ার বার্তা।
আসলে কেউই যায় না কোথাও,
না তারা আসে বারবার!
আসে প্রেম—শিকড় গভীরে
গিয়ে বেড়ে ওঠে ডালপালা ছড়িয়ে।
একদিন অজান্তেই ভালবাসার কুড়ি ধরে,
দুঃখী মনে রঙিন ঢেউ খেলে যায়।
নতুন করে রঙিন পর্দাদা আবার টাঙিয়ে অপেক্ষা করে,
সীমাহীন অপেক্ষার হয়না অবসান।
রঙিন পর্দা হারায় সব জৌলুস,
বুকের রিণিরিণি শব্দ হয় স্তব্ধ,
দুজোড়া সজল আঁখি খুঁজে মরে
প্রতিবাদের ভাষা,
সোচ্চার হয় মনের গভীরে থাকা
একটুকরো ভালবাসা।

মানা-না-মানা

বক্ষপিঞ্জরের ছোট্ট কুঠুরিতে
জমানো সুখের রত্নভাণ্ডার,
আপন খেয়ালে দিনরাত্রির
হিসাব রাখেনি কখনও;
শক্ত দেওয়াল ফুঁড়ে যন্ত্রণারা
আজকাল পথ পায়না খুঁজে।
ভাঙাচোরা মনটাকে সরিয়ে নিয়ে
বেশ আবার চলছে ধীরগতিতে।
রোগ-ব্যধির আতঙ্ক ভুলে
শেষ পাহাড়ীর খেয়ার হাতছানি—
মানা না মানার লড়াইয়ে
সামিল হয়ে নতুন সূর্য্যোদয়
ছড়িয়ে দেয় আবির রাঙা দিনখানি।
সাদা খাতার পাতাগুলো হঠাৎই
হয়ে ওঠে বর্ণিল;
বুকের পিঞ্জরে তোলপাড় করে
পথ খোঁজে সুখপাখীর ছানারা,
মানা না মানার হিসাব হয়েছে শেষ—
মুচকি হাসে রঙিন খাতার পাতারা।

সম্পূর্ণতা

ভালোলাগা আর ভালোবাসা,
কোনটা যে ঠিক মনের আশা?
চোখের তারায় যত্নে আঁকা,
স্বপ্নে বোনা জ্বালের ফাঁকে,
ঝিলিক দেওয়া মুক্তোদানা
হাঁসছে কিন্তু কাঁদছে না।
বুকের ভেতর যত্নে রাখা যন্ত্রণা,
কিন্তু তারা ভালবাসার মন্ত্রনা।
অঞ্জলী তাও মন্ত্র ছাড়া,
বুকের ভেতর বাঁধন হারা,
ভালোলাগার পাখায় চড়ে,
জন্ম নতুন ভালবাসার
পূর্ণ জীবন ভরে অপূর্ণতা
ভালবাসা না-কি ভাললাগা?

আলাপ

মনে পড়ছে প্রথম আলাপের ক্ষণ,
সম্বোধনহীন ভাষার কেরামতির খেলা—
নিরাপদ গ্রহণযোগ্যতার ইশারা,
মনে পড়ছে—সব মনে পড়ছে।
আস্তে আস্তে অস্তমিত আকাঙ্খার
পাশাপাশি দুজনের আকর্ষণ;
বয়স কি কোন বাধা?
না! বয়স হয়নি বাধা তাদের!
দুটি অব্যক্ত যন্ত্রণাময় জীবন
খুঁজে মরছিল একটু ছায়া;
মধ্যগগনে ছায়াহীন পৃথিবী
হাতছানি শুধু মরীচিকায়।
তবুও হৃদয় ছুটে যায়
ধায় অধরার পানে,
দুটি শূন্য হৃদয়ের মিলনবেলা
আলোকিত আজ অবয়বহীন আলিঙ্গনে।

ফিরে দেখা

প্রতিদিনই কিছুটা হলেও
হারিয়ে যাচ্ছে সব।
চোখের ফাঁকে লুকিয়ে থাকা
সোনালী শৈশব।
হারিয়ে যাচ্ছে কৈশোরের
সেই বাঁধ ভাঙা উচ্ছ্বাস,
ব্যর্থ প্রেমের কবিতা
কিংবা নিছক হা-হুতাশ।
স্বপ্নভরা যৌবন আর
হৃদয়ের কোলাহল
হারিয়ে গেছে, মিলিয়ে গেছে
সাগর পায়না তল।
টাকা দিয়ে কিনছে সবাই
বস্তা ভরা প্রেম,
চকচকে ঘর, নতুন গাড়ি
সঙ্গে কঠিন গেম।
হারা জেতার হিসাব মাঝে
তারুণ্য যায় ফিরে,
বার্ধক্য চুপিচুপি শুধায় এসে মোরে,
কোথায় ছিলে প্রেমকে ফেলে
শূন্য হৃদয় নীড়ে।

পাখির পালক

পাখির ছানাগুলো ঠিক তালেই
বুকের মাঝে বাসা বাঁধে।
তিরতির করে চলতে চলতে হঠাৎই
একদিন উড়ে যায় আকাশ পানে।
ওরা যেমন খুশি ভাসতে পারে,
ভাসতে গিয়ে হাসতে পারে আর
হাসির ছলে চোখের জলে
বানভাসি ঐ রঙবাহারে
আগলে রাখে পক্ষতলে।
তুমিও এমন ভাসবে যদি
নাইবা পেলে একলা আকাশ—
রয়েছে তো ঐ উছল নদী।
কবে কখন মেলবে ডানা
বুকের মাঝের পক্ষীছানা
দুটি হৃদয় মিলিয়ে দিয়ে
ভরবে তোমার সান্ত্বনা।

শেষের মাঝেই শুরু

চুল্লির দরজাটা বন্ধ হলেই শেষ;
সঙ্গী সাথীরাও ফেলে স্বস্তির নিঃশ্বাস।
আত্মীয়রা নিশ্চিন্তে নতুন করে জীবন সাজায়,
কিছু মূল্যহীন চিন্তা এদিক ওদিক
উঁকি মেরে যায়,
নিজের সঙ্গে লড়াইটা চালিয়ে যেতে
মেকি রূপটা বড়ো ভারী লাগে কখনও;
তবু প্রতিক্ষায় থাকি তার,
চাইলে আসবে অথবা না চাইতেই!
আসলে জীবনটাই বহুর ব্যবহৃত
রেকর্ডের মত—
বহু ব্যবহারের পর ফেলে দিতে হয় একদিন।
নতুন করে শুরু করতে হয় আবার,
চুল্লীর ওপারে নতুন জীবন আসে কোন প্রান্তে
নতুন সুর বাজে নতুন রেকর্ডে—
মুচকি হাসে জীবন অন্তরালে,
এটাতেই শুরু হয় শেষের মাঝে
কালে কালে।

ক্ষণ বদলায়

প্রভাতী শুভেচ্ছা শেষ হয়ে
দিন গড়িয়ে এখন বারবেলা।
বাসনওয়ালারা আর আসে না,
ডাক দেয় না টিনের বাক্সে
কেক-পেস্ট্রির চলমান বেকারি;
একাকী মনের জানলায়
গোধূলীর অপেক্ষায়।
নিশ্চুপে হঠাৎ জ্বলে ওঠে
মাঝবাতির রোসনাই,
জানলার পর্দাটা সরে গিয়ে
দৃষ্টি পায় মুক্তি।
বুকের ভেতর রুক্ষ্ম জমিতে
জল সিঞ্চন করে দূরের আলোকরেখা,

তোর কথা

ছোট্ট বুদ্বুদটা যেদিন উঠেছিল ভেসে
চারিদিকে নানা রঙের মুখগুলো
উঠল কেমন খিলখিলিয়ে হেসে।
ভীড়ের মাঝে চকচকে মুখ
মায়াবী দুই চোখ,
তোর কথা মনে করাই
কী ভীষণ দুর্ভোগ।

প্রথম যেদিন আবেগভরা
গভীর দুই আঁখি,
দেখেছিলাম নদীর জলে
উড়ন্ত এক পাখি।
দিগন্তের ঐ আবছায়াতে
লজ্জা রাঙা মুখ,
তোর কথা ভাবতে গিয়েই
হারিয়েছি সব সুখ।

ঝাপসা আলোর ফাঁক দিয়ে
আঁধার নামে ধীরে,
পালে বুঝি লাগল হাওয়া
ফিরিয়ে তরী তীরে।
কোলাহলের বাণে যখন
যায় বুঝি সব ভেসে,
তোর কথাই মনে করি
একটু চেপে হেসে।